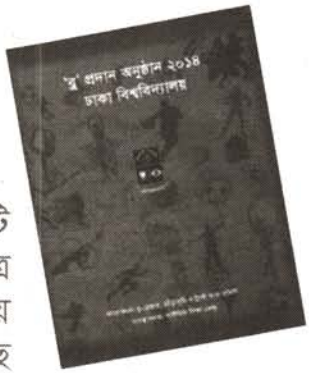

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্লু-ব্লেজার, ক্রীড়াবৃত্তি ও ট্রাস্টফান্ড কমিটি ২০০০ থেকে ২০১১ সালের ৪৮ জন কৃতী খেলোয়াড়কে ক্রীড়াক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মান ব্লু প্রদান করেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় অধ্যায় আবার নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে

খেলাধুলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

● **শামস আরেফিন**

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে অভিহিত এদেশের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, খেলাধুলার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা গৌরবময়। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়রা সবাই মূলত ছাত্র। লেখাপড়া ও অন্য আনুষঙ্গিক দায়িত্ব সম্পাদনের পর তারা খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। সীমাবদ্ধ সুযোগ-সুবিধার মাঝেও তারা পেশাদার খেলোয়াড় ও দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যে দক্ষতা প্রদর্শন করেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। তাই আগের তুলনায় সুযোগ-সুবিধা অপ্রতুল হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে খেলাধুলার মান উন্নয়ন ও আয়োজন সম্প্রসারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে প্রথম পরিকল্পনা পেশ করে ১৯৭৪ সালে। এ আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯৭৬ সালের প্রথম দিকে বাংলাদেশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধুলা খাতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য তিন কোটি নিরানব্বই লাখ টাকার অনুদান মঞ্জুর করে। মূলত এই তহবিলের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের টেনিস, ভলিবল, বাস্কেট বল ও স্কোয়াশ কোর্ট নির্মাণ করা হয়। জগন্নাথ হলের মাঠে একটি ক্রিকেট প্যাভিলিয়ন ও দুটি পাকা ক্রিকেট পিচ তৈরি করা হয়। এ ছাড়াও শুটিং রেঞ্জের সম্প্রসারণ, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক, ক্যাডেট, খেলোয়াড় ও রোভার স্কাউটদের জন্য দুইশত সিট বিশিষ্ট একটি হোস্টেল তখন নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া ১৯৭৮ সালে ৭৫ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৭৪×৭৯ ফুট আয়তনের আধুনিক ও আন্তর্জাতিকমানের একটি সুইমিংপুলও নির্মাণ করা হয়। এই সময় জিমনেশিয়াম নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। যাতে প্রায় পাঁচ হাজার দর্শকের আসন সঙ্কুলান হবে। সাধারণত এই জিমনেশিয়ামের অভ্যন্তরে জিমন্যাস্টিকদের নানা সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও বাস্কেট বল, ভলিবল, টেবিল টেনিস, হকি, লন টেনিস, কুস্তি, জুডো,

শাহরিয়ার নাফিস ২০১০ সালের জন্য ক্রিকেটে ব্লু পেলেন

বক্সিং এবং অ্যাথলেটিক্সের ব্যবস্থা রয়েছে। অবাক হওয়ার বিষয় আস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত আর্কিটেকচারাল ফার্ম 'জন ই স্যান্ডার্স' আশির দশকে এই জিমনেশিয়াম ও সুইমিংপুলের নকশা এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদারক করে।

শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধুলার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল কেন্দ্রীয় অ্যাথলেটিক্স কমিটির ওপর। বিভিন্ন হল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে খেলাধুলার কার্যক্রমও হলগুলোর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীন থাকত। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র ছাড়াও যাবতীয় খেলাধুলা পরিচালনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড নামে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি আছে। এছাড়া বিভিন্ন খেলার জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিয়ে পৃথক কমিটিও রয়েছে। শারীরিক শিক্ষা পরিচালক, একজন সহকারী পরিচালক ও অপর দশজন ইনস্ট্রাক্টরের সমন্বয়ে গঠিত দল, খেলাধুলা পরিচালনা, প্রশিক্ষণ ও পরিচালনা কাজে সর্বক্ষণ আছেন। এদের মধ্যে দুজন মহিলা শিক্ষকও আছেন। তারা মহিলা হলের সঙ্গে যুক্ত এবং বিশেষ করে মহিলা হলের ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

অতীতে ফুটবলের অনেক প্রতিভা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র। তাদের মধ্যে কায়সার হামিদ, সাঈদ হাসান, ডাকসুর অ্যাথলেটিক্স ওয়াহিদুজ্জামান খান পিন্টু এবং সাইফুল ইসলাম রনি ছিল আশির দশকে। তারপর আশির দশকের শেষদিকে যারা পুরো বাংলাদেশকে মাতিয়ে গেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে, তারা হলেন শফিকুল ইসলাম মানিক, ইমতিয়াজ সুলতান জনি, মো. সাঈদ হাসান কানন। নব্বইয়ের দশকে ছিলেন সত্যজিৎ দাশ রূপু, আবু ফয়সাল আহমদ, নাজমুল করিম নিজাম, জুলফিকার মাহমুদ মিন্টুসহ আরো অনেকে। আর স্বাধীনতার পর ক্রিকেটে যারা মাতিয়ে গেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শামীম কবির। তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের প্রথম ক্যাপ্টেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র ও ব্লু। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক ছাত্র এনায়েত হোসেন সিরাজ। তিনিও জাতীয় দলে খেলেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তিনি একজন পরিচালক। এছাড়াও আশির দশকে ছিলেন গোলাম নওশের, শাকিল কাসেম, আহমেদ ইকবালরা। আর ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালের দিকে গাজী আশরাফ হোসেন লিপু, নিহাল হাসনাইন ও এরপর ফারুক আহমেদও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরচর্চা কেন্দ্রের বর্তমান পরিচালক শওকাতুর রহমান বলেন, 'এখন প্রতিটি খেলাই অনেক প্রতিযোগিতামূলক হয়ে গেছে। আর কাউকে খেলোয়াড় হতে হলে তাকে আন্ডার নাইন্টিন থেকে শুরু করতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা অনেকটা প্রতিযোগিতামূলক। ক্যারিয়ার এখানে অনেক। আমাদের যে পড়াশোনার বাধ্যবাধকতা, ভর্তি পরীক্ষায় ৪৮ পাওয়ার যে শর্ত, একজন খেলোয়াড় ততটা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার আগে অধিকাংশ ছাত্রই তাদের ক্যারিয়ার পছন্দ করে নেয়। এখানে জোর করে কাউকে খেলোয়াড়ও

বানানো যায় না। তাই বলা যায়, বর্তমানে আমরা কিছুটা পিছিয়ে। যেমন শাহরিয়ার নাফিসের কথা বলা যায়। সে কিন্তু আমাদের বিবিএ ফ্যাকাল্টির ছাত্র। সে নানা দৌড়ঝাঁপের মধ্য দিয়ে অনেক কষ্টে বিবিএ শেষ করেছে। যেমন মিডটার্ম শুরু হলো, সে বিদেশে খেলতে চলে গেল। সেমিস্টারের অনেকগুলো ইনকোর্স তাকে মিস করতে হয়েছে। পরে পরীক্ষার কমিটির সুপারিশে সে আবার পরীক্ষা দেয়ার সুযোগও পেয়েছে। অবশেষে পাঁচ বছরে তার বিবিএ কমপ্লিট হলো।'

তিনি বলেন, সাধারণত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আন্তঃবিভাগীয় ফুটবল খেলার আয়োজন হয়। বর্তমানে চলছে আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা। অন্যদিকে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আন্তঃবিভাগীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন হয়। এই প্রত্যেকটি আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বছর আট থেকে সাড়ে আট লাখ টাকা ব্যয় হয়। তাই খেলার সংখ্যা কমাতে নকআউট পর্বের মতো পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। আর যেহেতু মাঝেমাঝে পরীক্ষা ও ইনকোর্সের কারণে নির্দিষ্ট তারিখের খেলা পেছাতে হয়, তাই সময়মতো স্পন্সর করার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান এগিয়েও আসতে চায় না। তারপরও শর্ত মেনে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান স্পন্সর করতে আসে, তবে তাদের স্বাগতম। তবে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় আমরা ছোটখাটো স্পন্সর নেই।'

কোটা প্রথা বিলুপ্তির কারণে বর্তমান খেলাধুলায় বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনেকটা কমে এসেছে। যেমন আগে খেলোয়াড়দের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোটা প্রথা ছিল। কিন্তু বর্তমানে নেই। তাই কর্তৃপক্ষ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপর্যায়ের ভর্তি কমিটি সিদ্ধান্তে এসেছে– শুধু বিকেএসপি ছাত্রছাত্রীরা যদি ভর্তি পরীক্ষায় ১২০ লিখিত পরীক্ষায় ৪৮ পেয়ে পাস করে তবে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে। আর ২০১৩ সাল থেকে এই সুযোগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুমোদনও পেয়েছে। এ সুযোগ নিয়ে এবার বিকেএসপির একজন বক্সার আকাশ ও আরেকজন উপজাতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজে ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগে পড়ছে।

খেলাধুলার বিভিন্ন শাখায় ছাত্ররা

ক্রিকেট : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দল ১৯৭৮ জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়। তারপর আর এখানকার ক্রিকেটারদের পথ থেমে থাকেনি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের দেবাশীষ কুমার বল (সম্মান ১৯৯৭-২০০১) ঢাকা লীগ ও করপোরেট লীগে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া আশির দশকের গাজী আশরাফ হোসেনে লিপু এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র। সেইসঙ্গে নব্বইয়ের মাঠকাঁপানো বাংলাদেশে দলের অধিনায়ক ফারুক আহমেদও লোকপ্রশাসন বিভাগের ছাত্র। এমনকি বাংলাদেশ জাতীয় দলের অধিকাংশ সাবেক অধিনায়কই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এছাড়া ইতিহাস বিভাগের ছাত্র খন্দকার মোশারফ হোসেন সম্মান ২০০০-২০০৪ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় একাধারে ম্যান অব দ্য ফাইনাল, ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট, সর্বোচ্চ উইকেট টেকার ও সর্বোচ্চ স্কোরার ছিলেন। তিনি ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লীগসহ জাতীয় দলে ও টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ 'এ' দলের এবং জাতীয় একাডেমি দলে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে মার্কেটিং বিভাগের কৃতী ছাত্র শাহরিয়ার নাফিস (সম্মান ২০০৩-২০০৭) ২০১০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করে রানার্সআপ হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি অনূর্ধ্ব ১৫, ১৭ ও ১৯ ও বাংলাদেশ 'এ' দলে ২০০০-২০০৫ সাল পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ দলের হয়ে আইসিসি ওয়ার্ল্ডকাপ ২০০৭ সালে সহকারী অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৬ সালে প্রথম টি-টুয়েন্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক। আর ২০১১ বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেই সঙ্গে ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র জহুরুল ইসলাম অমি (সম্মান ২০০৩-২০০৭) ২০১০ সালে বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে ইংল্যান্ডের সঙ্গে হোম সিরিজে অংশগ্রহণ করেন। ২০১০ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিস টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দলের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় রাজশাহী বিভাগীয় ক্রিকেট দলের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করে পরপর তিনবার চ্যাম্পিয়ন।

হকি : আশির দশকে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে হকিতে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তারা হলেন হাবিবুর রহমান, জামিল পারভেজ লুলু, বরকত উল্লাহ,। আর নব্বইয়ের দিকে যারা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাদের মধ্যে কাজী জিয়াউর রশীদ, আলমগীর আলম খুরশীদ আলম ও তুষার কান্তি হালদার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ধারাবাহিকতায় বলা যায় পরবর্তী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরসূরি রাখতেও পেরেছেন।

ভলিবল : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল দল ১৯৭৮ সাল অনুষ্ঠিত প্রথম বাংলাদেশ অলিম্পিকবলি বল প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ আর্মি দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরকারী বাংলাদেশ ভলিবল দলের ১২ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৬ জনই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের জেসমিন খান (সম্মান ১৯৯৮-২০০২) ১৯৯৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সাফ গেমসে ও ১৯৯৯ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত অষ্টম সাফ গেমসে বাংলাদেশ জাতীয় দলের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন।

বাস্কেট বল : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাস্কেট বল দল ১৯৭৮ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত প্রথম বাংলাদেশ অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী বাংলাদেশ আর্মি দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ১৯৭৮ সালেও জাতীয় প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনাল পর্যন্ত উন্নীত হয়। ১৯৭৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় দলের খেলোয়াড় কবীর আহম্মদ বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি কর্তৃক শ্রেষ্ঠ বাস্কেট বল খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতে নেন।

হ্যান্ডবল : হ্যান্ডবলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কখনো তেমন পিছিয়ে ছিল না। নব্বইয়ের দশকে মো. আজাদ রহমান, আশ্রাফ মাহমুদ দেয়ান, মোস্তফা জাহাঙ্গীর ও মেয়েদের মধ্যে রামিদা আফজালুন নেসা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী সময়ে মেয়েদের অবস্থানে হ্যান্ডবল ব্যাপক সফলতা নিয়ে আসে। যেমন তাসনুভা হক 'আই আর ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী (সম্মান ২০০৮-২০০৯), দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা হ্যান্ডবলের নেতৃত্ব দেন।

ব্যাডমিন্টন : ১৯৭৭ সালে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরুষ ও মহিলা দল কৃতিত্বের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও এলিনা বেগম দিয়ে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় খেলায় ও জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পরবর্তী সময়ে মো. রইছ উদ্দিন ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র (বিবিএ সম্মান ২০০৩-২০০৭), আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় খেলায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

টেবিল টেনিস : জাতীয় পর্যায়ে অবদান রেখেছেন আবু মমতাজ সাদ উদ্দীন কিসলু। তারপর নব্বইয়ের দশকে খন্দকার আল মাহবুব বিল্লাহ টেবিল টেনিসে উজ্জ্বল উপস্থিতির প্রমাণ দিয়েছেন। ফারহানা পারভীন টুম্পা (সম্মান ১৯৯৭-২০০১), ২০০১ সালে বিশ্ব উন্মুক্ত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় একক চ্যাম্পিয়ন, ১৯৯৬ সালে জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও ১৯৯৯ সালে রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

সাঁতার : ১৯৭৬ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত সাঁতার প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁতারুরা রানার্সআপ হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই কৃতিত্ব আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধরে রাখতে পারেনি।

এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দাবা, কারাত, অ্যাথলেটিক্স জুডোসহ অন্যান্য খেলাধুলা আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়ার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। তাই বলতে হয়, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড শুধু শিক্ষাতে নয়, খেলাধুলায় রেখেছে গৌরবময় ভূমিকা। জাতীয় পর্যায়ে তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অস্বীকারের কোনো উপায় নেই। ■